২০

তারিখ 03 JAN 1996
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

দৈনিক সংবাদ

ব্যাপক আয়োজনে ঢাকা বইমেলা

॥ সালাম জুবায়ের ॥

রাজধানীর বিজয় সরণীতে বিশাল এলাকা জুড়ে এখন চলছে 'ঢাকা বইমেলা-'৯৬'। গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে মেলা। সেদিন সকালে মেলা উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

গত বছরও একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বইমেলা। তবে এবার মেলার কলেবর অনেক বেড়েছে। গত মেলায় অংশ নিয়েছিল ৬০টি প্রতিষ্ঠান, এবার অংশ নিচ্ছে ১২৪টি প্রতিষ্ঠান। অংশগ্রহণকারী বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বেড়েছে।

দেশের বইমেলা বলতেই বোঝাতো বাংলা একাডেমি আয়োজিত একুশের বইমেলা। গত দেড় দশকে একুশের বইমেলা একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এর পাশাপাশি ঢাকা বইমেলা নতুন ধারা সৃষ্টি করছে। অনেকটা গোছানো চরিত্র এই মেলার। একুশের মেলায় বিদেশী প্রকাশক-দের বই বিক্রি হয় না, ঢাকা বইমেলা সবার জন্য উন্মুক্ত। তবে এখানে অংশগ্রহণকারী প্রকাশকরা তাদের নিজস্ব প্রকাশনাই শুধু বিক্রি করবে, অন্য প্রকাশনীর বই বিক্রি করতে পারবে না। তবে একটি বিধিনিষেধ এখানেও আছে, তা হলো বিদেশী প্রকাশকরা কোন বাংলা বই বিক্রি করতে পারে না।

এছাড়াও ঢাকা বইমেলার আরো কিছু আকর্ষণ আছে- মেলা উপলক্ষে বেশি-সংখ্যক বইয়ের প্রকাশককে পুরস্কার দেয়া, প্রতিদিন প্রবেশপত্র লটারি করে পুরস্কার প্রদান, শতকরা ২০ টাকা কম দামে বই বিক্রি ইত্যাদি।

গত দু'দিন মেলায় ঘুরে দেখা গেল মেলার প্রধান আকর্ষণ ইংরেজি ভাষার বই। শুধু দর্শক-ক্রেতাই তা নয়, বেশ কয়েকজন প্রকাশকও এই তথ্য দিলেন। তাদের মতে, বিদেশী বই দেশের সব বইয়ের দোকানে পাওয়া যায় না। অনেক ক্রেতা জানেনও না কোথায় গেলে ভাল বা তার প্রয়োজনীয় বইটি কিনতে পাওয়া যাবে। ঢাকা বইমেলায় সে সুযোগটি একজন ক্রেতা পাচ্ছেন; পাচ্ছেন শুধু নয়, দামে সস্তা। কাজেই অনেকে ছুটছেন ইংরেজি বইয়ের দিকে। ইংরেজি বইয়ের মধ্যে আবার শিশুদের বই চলছে বেশি।

একুশের বইমেলার মত এখন ঢাকা বইমেলায়ও প্রকাশকরা নতুন বই প্রকাশ করছেন। গত বছরও মেলায় নতুন বই প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এবার নতুন বইয়ের সংখ্যা অনেক বেশি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে গোটা দশেক নতুন বই মেলায় চলে এসেছে।

একুশের বইমেলায় স্টলসজ্জার ওপর পুরস্কার দেয়া হয়। ঢাকা বইমেলায় এমন ব্যবস্থা নেই, তবু স্টলসজ্জায় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো বেশ যত্ন নিয়েছে। অনেক স্টল নির্মিত হয়েছে বিশিষ্ট শিল্পীদের ডিজাইন নিয়ে। দেশের অন্যতম প্রবীণ শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী মেলায় সন্ধানী প্রকাশনী, আগামী প্রকাশনী ও মাওলা ব্রাদার্সের স্টলের ডিজাইন করেছেন।

কয়েকজন প্রকাশক জানিয়েছেন, মেলার প্রথম দু'দিন বই বিক্রি হয়েছে আশানুরূপ। তবু এবার দীর্ঘ ১৫ দিন মেলা, তত জমজমাট থাকবে না বলে তাদের অনুমান। কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা। হরতালের জন্য মেলা ক'দিন বন্ধ রাখতে হবে সে আশংকায় তারা চিন্তিত।